বাংলা সমাপিকা প্রস্তাবের সম্পূরক

যে কোন ভাষায় প্রস্তাব দুই রকমের হয়। মূল প্রস্তাব (Principal clause) ও আশ্রিত প্রস্তাব (Subordinate clause)। আশ্রিত প্রস্তাবকে আমরা পূরক প্রস্তাবও (Complement clause) বলতে পারি এই অর্থে যে এ ধরণের প্রস্তাব পূরক হিসেবে কোন ক্রিয়াশিরের সাথে যুক্ত হয়। যে কোন ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো আশ্রিত প্রস্তাবকে মূখ্য প্রস্তাবের সাথে যুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সঞ্জননী ব্যাকরণে এদের নাম কমপ্লিমেন্টাইজার (Complementizer)। এরা C^0 স্থানে বসে। আমরা বাংলায় এদের 'সম্পূরক' বলবো। বাংলা ভাষায় সমাপিকা প্রস্তাবে একটি সম্পূরক বা কমপ্লিমেন্টাইজার আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। সেটি হচ্ছে 'যে'। আমাদের পরিচিত অন্য কয়েকটি ভাষার সম্পূরকের (যেমন ইংরেজির that বা ফরাসি que) সাধারণ সব বৈশিষ্ট্যগুলোই এই 'যে'-র রয়েছে।

অন্য অনেক ভাষার মতোই আদি মূল প্রস্তাবে (Kernel principal clause) এবং/অথবা বাক্যের শুরুতে এই 'যে' অনুক্ত থাকে (উদাহরণ ১)। তবে আদি পূরক প্রস্তাবে (Kernel subordinate clause) 'যে' উক্ত (Overt) (উদাহরণ ২) বা অনুক্ত (Covert) থাকতে পারে (উদাহরণ ৩)।

১) *[যে গার্গী জানে][৭]

২) [গার্গী জানে] [যে ঋক বই পড়ছে]

৩) [গার্গী জানে] [e ঋক বই পড়ছে]

বাংলা আদি বাক্যে সম্পূরক 'যে' সবসময় মূখ্য প্রস্তাবের ক্রিয়া (V°) এবং পূরক প্রস্তাবের তিঙবর্গের (IP) নির্দেশক (অর্থাৎ প্রস্তাবটি কর্তা) এ দু'য়ের মাঝখানে বসে (উদাহরণ ২)। আদিবাক্যে সাধারণ উপাদান বিন্যাস: সম্পূরক-কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (উদাহরণ ২) অটুট থাকা অত্যাবশক। যদি তা না হয় অর্থাৎ কোন একটি উপাদান যদি তার স্থান পরিবর্তন করে তবে বাক্যটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারায় (উদাহরণ:৪-৬)

৪) ? [গার্গী জানে] [ঋক যে বই পড়ছে]

৫) *[গার্গী জানে] [ঋক বই পড়ছে যে]

৬) *[গার্গী জানে] [ঋক বই যে পড়ছে]

বাক্যগুলো গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পায় যদি সম্পূর্ণ পূরক প্রস্তাবটি অভিবাসন করে মূল প্রস্তাবের সম্পূরকের বামে গিয়ে এর নির্দেশকের স্থানটি দখল করে (৭-৯)। অভিবাসনের পরে বাক্যের

উপাদান বিন্যাসে যে পরিবর্তন আসে তাকে আমরা 'সমবর্তন' বা 'বিপর্যাস' (Scrambling) বলতে পারি। পূরক প্রস্তাব বাম দিকে অভিবাসন করার পর এর অভ্যন্তরে সমবর্তন করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে, সমবর্তন যদি না করা হয় তবে বাক্যটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। সমবর্তিত পূরক প্রস্তাবের অভ্যন্তরে সমবর্তনের অভাবে ১০নং বাক্যটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

৭) [[ঋক$_i$ [যে t_i বই পড়ছে]]$_k$ [গার্গী জানে t_k]]

৮) [[ঋক$_i$ বই$_j$ [যে t_i t_j পড়ছে]]$_k$ [গার্গী জানে t_k]]

৯) [[বই$_j$ যে ঋক t_j পড়ছে]$_i$ [গার্গী জানে t_i]]

১০) *[[যে ঋক বই পড়ছে]$_i$ [গার্গী জানে t_i]]

বাংলায় আরও একটি শব্দ সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়: 'বলে'।[১] পূরক প্রস্তাব অভিবাসন করে মূল প্রস্তাবের অগ্রবর্তী হলে 'বলে' সম্পূরকটি 'যে'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।[২] পূরক প্রস্তাব অভিবাসন না করলে 'বলে' সম্পূরক ব্যবহার করা যায় না (১১-১২)।[৩]

১১) [ঋক বই পড়ছে]$_i$[বলে গার্গী জানে t_i]

১২) *[গার্গী জানে] [বলে ঋক বই পড়ছে]

'বলে' সম্পূরকের আরও দুটি বিশেষত্ব আছে।

ক. 'বলে' ব্যবহৃত হলে সম্পূর্ণ তিঙবর্গকে সম্পূরক বর্গের নির্দেশক স্থানে অভিবাসন করতে হয়। তা যদি না করা হয় তবে বাক্যটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারায় (১২)।

১৩) *[বলে ঋক বই পড়ছে]$_i$[গার্গী জানে t_i]

খ. তিঙ বর্গের অভ্যন্তরস্থ কোন উপাদানের অভিবাসন নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

১৪) *[ঋক$_i$ বলে t_i বই পড়ছে]$_i$[গার্গী জানে t_i]

১৫) *[বই$_i$ বলে ঋক t_i পড়ছে]$_i$[গার্গী জানে t_i]

প্রশ্ন হতে পারে, পূরক প্রস্তাব বা এর অভ্যন্তরস্থ উপাদানগুলো কেন অভিবাসন করে? আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে পূরক প্রস্তাব বা এর অভ্যন্তরস্থ কোন উপাদানের স্থান পরিবর্তনের ফলে পুরো বাক্যটির অর্থগত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। কেমন এই পরিবর্তন? পরিবর্তনটির নাম Focalization যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'উজ্জ্বলন'।

১৬) [ঋক$_i$ [যে t_i বই পড়ছে]]$_j$ [গার্গী জানে t_j]

১৭) [বই$_i$ যে ঋক t_i পড়ছে]$_j$ [গার্গী জানে t_j]

যে উপাদানটি 'যে'র অব্যবহিত পূর্বে বসে সেটিকে Focalized বা উজ্জ্বলিত হয়। প্রশ্ন হতে পারে: 'যে' কি উজ্জ্বলক ভূমিকাও পালন করে? বাংলা ভাষায় দু'টি পরিচিত Focalizer বা 'উজ্জ্বলক' আছে: ই এবং ও। এই দুটি উজ্জ্বলক কোন একটি শব্দে পর পর যুক্ত হতে পারে না।

১৮) *[ঋকইও বই পড়ছে]

১৯) *[ঋকওই বইই পড়ছে]

কিন্তু একই শব্দে 'যে' অন্য উজ্জ্বলকের সাথে ব্যবহৃত হতে পারে।

২০) [ঋকইযে বই পড়ছে] [গার্গী তা জানে]

২১) [ঋকওযে বইই পড়ছে] [গার্গী তা জানে]

যে যদি উজ্জ্বলক হতো তবে তবে ই বা ও'র সঙ্গে একত্রে অবস্থান করতে পারতো না। যদি প্রশ্ন করা হয়: উজ্জ্বলক যদি নাই হবে তবে 'যে' তার অগ্রবর্তী উপাদানকে কিভাবে উজ্জ্বল করছে? আমরা বলবো, এখানে 'যে'-র কোন ভূমিকা নেই। উজ্জ্বলন হচ্ছে একান্তই নামশব্দের অভিবাসনের কারণে।

বাংলায় 'যে'-র মতো আরও অন্তত দুটি উপাদান আছে:'তো' (২২) এবং 'না' (২৩)। এই উপাদানগুলোও 'ই' এবং 'ও' এর সাথে সহাবস্থান করতে পারে (২৪-২৫)। কিন্তু এগুলো 'যে'-র সাথে সহাবস্থান করতে পারে না (২৬-২৭) আবার 'যে'-এর মতোই (২৮) একই বাক্যে একাধিক 'তো' বা 'না' ব্যবহৃত হতে পারে না (২৯-৩০)।

২২) [ঋকতো বই পড়ছে]

২৩) [ঋক না বইই পড়ছে]?

২৪) [ঋকইনা বই পড়ছে]

২৫) [ঋকওতো বইই পড়ছে]

২৬)* [ঋকযেতো বই পড়ছে]

২৭) *[ঋকযে না বইই পড়ছে]?

২৮)* [ঋকযে বইযে পড়ছে]

২৯)* [ঋকতো বইতো পড়ছে]

৩০) *[ঋক না বই না পড়ছে]?

উপরের উদাহরণগুলোর আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 'তো', 'না' এবং 'যে' সম্পূরক, কোনমতেই উজ্জ্বলক নয়। লক্ষ্যনীয় 'যে' এর সঙ্গে তো এবং না এর বৈন্যাসিক আচরণের পার্থক্য আছে। 'তো' এবং 'না' কোন পূরক প্রস্তাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, সে পূরক প্রস্তাব অভিবাসিত হোক বা না হোক। এগুলো কেবলমাত্র মূল প্রস্তাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৩১) *[গার্গী জানে] [যে ঋকতো বই পড়ছে]

৩১) *[গার্গী জানে] [যে ঋকনা বই পড়ছে]

৩২) *[ঋকনা বই পড়ছে] [গার্গী জানে]

৩১) ?[ঋকতো বই পড়ছে] [গার্গী জানে]

যে, বলে, তো এবং না এর বৈন্যাসিক আচরণের পার্থক্য নিচের সারণীতে দেখানো হলো:

	মূল প্রস্তাব	**পূরক প্রস্তাব**	**অভিবাসিত পূরক প্রস্তাব**
যে		√	
বলে			√
তো	√		
না	√		

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে উপরের বাক্যগুলোকে বৃক্ষচিত্রে দেখানো যায়। ১নং বৃক্ষচিত্রে আমরা সহজেই 'বলে'-যুক্ত পূরক প্রস্তাব দেখাতে পারি।

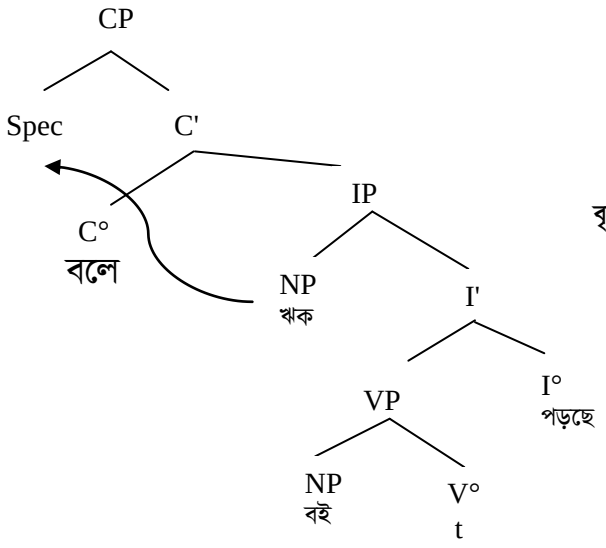

বৃক্ষচিত্র -১

উপরের বেশির ভাগ গ্রহণযোগ্য বাক্য যেক্ষেত্রে একটি মাত্র উপাদান সম্পূরক 'যে', 'তো' বা 'না' এর বামদিকে অভিবাসন করে সে সবগুলো বাক্যই ২নং বৃক্ষচিত্রে দেখানো সম্ভব।

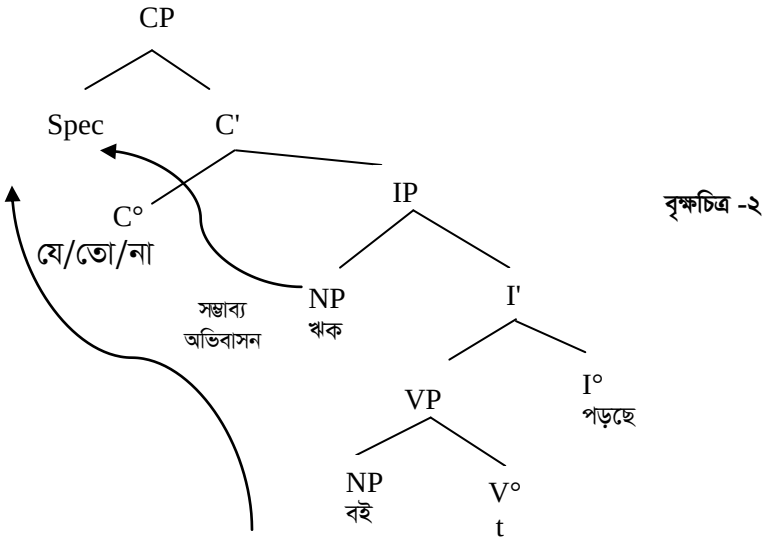

বৃক্ষচিত্র -২

কিন্তু ৮নং উদাহরণের 'ঋক বই যে পড়ছে' এই বৃক্ষচিত্রে দেখানো আমাদের পক্ষে কঠিন। এই বাক্যে কর্তা (NPS) এবং কর্ম নামপদ (NPO) দুটোই CP বা সম্পূরক বর্গের বামদিকে অভিবাসন করেছে, কিন্তু সেখানে একটি মাত্র স্থান অর্থাৎ CP এর নির্দেশকের জায়গাটিই শুধু খালি আছে। 'ঋক বই যে পড়ছে' প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য না হলে আমাদের সুবিধা হতো, কারণ দু'টি স্থানান্তরিত উপাদানের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক জায়গা না থাকাকে বাক্যটির গ্রহণযোগ্যতা হারানোর কারণ হিসেবে দেখাতে পারতাম। '*গার্গী জানে যে ঋক বই যে পড়ছে' বাক্যটি গ্রহণযোগ্য হলে আমরা বলতে পারতাম যে দ্বিতীয় 'যে' একটি উজ্জ্বলক। এ ধরণের উদাহরণ বাক্যবিশ্লেষণে বৃক্ষচিত্রের কার্যকারিতাকে নিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বর্তমান আলোচনায় আমরা বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত চারটি সম্পূরক: যে, বলে, তো, না নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি কেন এই উপাদানগুলোকে অবশ্যই সম্পূরক হিসেবে বিচার করতে হবে। আমরা আরও দেখিয়েছি বলে, যে তো এবং না এর বৈন্যাসিক আচরণের মধ্যে কি কি মিল রয়েছে।

টীকা

১. এই 'বলে' সম্পূরক 'বল্' ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়েছে কিনা বলা কঠিন। তবে রামমূতি (Tikkanen Bertil, 1987) আমাদের জানাচ্ছেন যে মুন্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বতি-বর্মী এবং আরও কিছু ইন্দো-ইরানীর ভাষায় (যেমন বাংলায়) 'বলে' বা 'বুলি' রূপমূলটি সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. চট্টগ্রাম বা নোয়াখালির আঞ্চলিক বাংলায় (হয়তো অন্য আঞ্চলিক বাংলায়ও) 'বলে' 'যে'-র মুক্ত বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ক) গার্গীয়ে কইয়ে যে ঋক বই পড়ের।

খ) ঋক ঘুম যার যে গার্গীয়ে কইয়ে।

গ) ঋক ঘুম যার বুলি গার্গীয়ে কইয়ে।

৩. বাংলায় এই 'বলে' শব্দটির অন্য ধরনের কিছু ব্যবহারও আছে :

ক) ঋক ভাবলো যে ভূত বলে কিছু নেই।

খ) ঋক বললো যে বৃষ্টি আসলো বলে।

গ) ঋক ঘুমাচ্ছে বলে গার্গী তাকে ডাকেনি।

গ্রন্থসূচী:

Tikkanen Bertil (1987) *The Sanscrit Gerund: A Synchronic, Diachronic and Typological Analysis*. Finnish Oriental Society, Helsinki.